দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ··· 14 APR 2009
পৃষ্ঠা ··· কলাম ···

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটা পদ্ধতি অসামঞ্জস্যপূর্ণ

॥ মাহবুবুর রহমান রুবেল ॥

অনার্স ও মাস্টার্সে ভর্তির ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোটা পদ্ধতি রয়েছে তাতে অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয়েছে। জানা যায়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটা পদ্ধতিতে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/ আদিবাসী/ উপজাতি/ প্রতিবন্ধী এ চার ধরনের শিক্ষার্থীরা উপযুক্ত সনদ প্রদর্শন সাপেক্ষে ভর্তি হতে পারছে সারা দেশের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধীনস্থ কলেজগুলোতে। ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে হঠাৎ করেই কোটা পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সারা দেশের সকল কলেজে মাত্র ২৫টি করে আসন বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নেয় তারা। সকল কলেজের জন্য একই পরিমাণ আসন বরাদ্দ করায় মূলতই অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সিদ্ধান্তে। সাধারণত দেখা যায় মফস্বলের থানা জেলা পর্যায়ের কলেজগুলোতে অনার্স ও মাস্টার্সে ভর্তি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা খুবই কম থাকে। বিভাগীয় পর্যায়ের বড় কলেজগুলোতে ভর্তি প্রার্থীর সংখ্যা থাকে অনেক বেশি। ভর্তির প্রার্থীর সবচেয়ে বেশি চাপ থাকে রাজধানীর কলেজগুলোতে। অথচ কোটা বরাদ্দের ক্ষেত্রে এসব কোন বিবেচনায় নেয়নি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। তারা ঢালাওভাবে সকল কলেজের ক্ষেত্রে সমান সংখ্যক কোটা বরাদ্দ করে। তুলনামূলকভাবে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়ায় এতে সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় রাজধানীর কলেজগুলোর। সরকারি তিতুমীর কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর আনিস ফাতেমা বলেন, তিতুমীর কলেজে এবার অনার্সে ভর্তির জন্য ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে প্রায় ২০ হাজার শিক্ষার্থী। যার মধ্যে কয়েকশত শিক্ষার্থী কোটায় ভর্তির যোগ্যতা রাখে কিন্তু কোটা দেয়া হয়েছে মাত্র ২৫টি। অথচ দেখা যায় মফস্বলের কলেজগুলোতে এর চেয়ে অনেক কম ভর্তি পরীক্ষার্থী থাকলেও তারাও কোটা পান আমাদের সমান।

কোটা নির্ধারণ নিয়েও রয়েছে বিভ্রান্তি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৭ সাল থেকে যে কোটা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে তাতে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/আদিবাসী/ উপজাতি/ প্রতিবন্ধী এই চার শ্রেণীর ২৫ জন শিক্ষার্থীকে ভর্তির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কোন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের কতটি আসন দেয়া হবে তার কোন নির্দেশনা দেয়া হয়নি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে। ফলে এ বিষয়টি নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষকে পড়তে হয় জটিলতায়।